اسم فاعل কে فعل হিসেবে ব্যবহার

স্মরণ করুণ যে **اسم فاعل** হলো একটি সর্ফ পরিভাষা যা একটি **اسم** এবং তা একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি কোনো একটি কাজ করেন। যেমন "লেখক", "শিক্ষক" এবং "চালক" শব্দ গুলো **اسم فاعل**। **اسم فاعل** সবসময় কোনো কাজ এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। উদহারণ, একজন লেখক লেখা সংক্রান্ত কাজের সাথে এবং একজন শিক্ষক শিক্ষা দান সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন ইত্যাদি। যেহেতু **اسم فاعل** কোনো এক ধরণের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে সেহেতু এটাকে **فعل مضارع** এর স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদহারণ সরূপ, **يَكْتُبُ** - সে লিখে বা "সে লিখছে" হিসেবেও অনুবাদ করা যেতে পারে। যদি আমরা **اسم فاعل** ব্যবহার করি তখন এটাকে লেখা যেতে পারে **هُوَ كاتِبٌ** । এক্ষেত্রে **اسم فاعل** সম্পন্ন বাক্যটি একটি **جملة اسمية**।

فعل مضارع এর পরিবর্তে **اسم فاعل** ব্যবহার করার মাধ্যমে এটি নির্দেশ করে যে কাজটি এখন সংগঠিত হচ্ছে যা হতে পারতো যে কাজটি নিয়মিত ঘটে। **يَذْهَبُ إِلى المَسْجِدِ** অর্থ "সে মসজিদে যায়।" এর অর্থ এই নয় যে সে এখন মসজিদে যাচ্ছে কিন্তু সে যে নিয়মিত মসজিদে যায় তা নির্দেশ করছে। যা হউক, **هُوَ ذاهِبٌ إِلى المَسْجِدِ** অর্থ " সে ঠিক এখন মসজিদে যাচ্ছে।" নিচের ছকে আরো উদহারণ দেয়া হলো:

جملة فعلية		جملة اسمية	
সে যায়	يَذْهَبُ	সে যাচ্ছে	هُوَ ذاهِبٌ
সালওয়া ফিরে আসে	تَرْجِعُ سَلْوىٰ	সালওয়া ফিরে আসছে	سَلْوىٰ راجِعَةٌ
তারা খায়	يَأْكُلُوْنَ	তারা খাচ্ছে	هُمْ آكِلُوْنَ

اسم فاعل যেমন **فعل** এর স্থানে ব্যবহার করা হয় তেমনি এটি **مفعول به** ও নিতে পারে। এটি দুই ভাবে করা হয়। প্রথম পদ্ধতি হলো একটি বা একাধিত শব্দকে **نصب** বা **في محل نصب** স্ট্যাটাসে লিখে বাক্যের শেষে যোগ করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো শব্দটিকে ইসম ফাইল এর মুদাফ ইলাহি হিসেবে যোগ করা। পার্থক্য হলো: প্রথমটি বর্তমান/ভবিষত কালের অর্থ প্রকাশ করে, অথচ দ্বিতীয়টি নির্দেশ করে যে কাজটি এখন সম্পাদিত হচ্ছে বা এখনই সম্পন্ন হয়েছে। নিচের ছকে উদহারণগুলো লক্ষ্য করুন:

আমি একটি চিঠি লিখি	أَكْتُبُ رِسالَةً	আমি একটি চিঠি লিখবো / লিখছি	أَنا كاتِبٌ رِسالَةً
		আমি একটি চিঠি লিখেছি	أَنا كاتِبُ رِسالَةٍ
তারা রুটি খায়	يَأْكُلُوْنَ الخُبْزَ	তারা রুটি টি খাবে / খাচ্ছে	هُمْ آكِلُوْنَ الخُبْزَ
		তারা রুটি টি খেয়েছে	هُمْ آكِلُوْ الخُبْزِ

فعل مضارع এবং **اسم فاعل** ব্যবহারের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য কি ? এটি মনে হয় যে তারা একই রকম অর্থ প্রদান করে। পার্থক্য হলো প্রথমটি **جملة فعلية** এবং পরেরটা **جملة اسمية**। আধুনিক আরবী ভাষায় এটি তেমন কোনো পার্থক্য করে না তবে ক্লাসিক্যাল এবং কুরআনীয় আরবীতে এটি বড় ধরণের পার্থক্য নির্দেশ করে। **جملة اسمية** হলো শক্তিশালী, অনেক জোরালো এবং স্থায়ী অভিব্যক্তি। এটি টাইমলেস বা নিরন্তর, অন্যদিকে **جملة فعلية** অতীত, বর্তমান এবং ভবিষত কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

কুর'আন থেকে উদহারণ:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ২:৩০ আমি অবশ্যই পৃথিবীতে খলিফা তৈরী করতে যাচ্ছি।

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ৩৫:১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র -- মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা, ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টিকর্তা বাণীবাহকরূপে

ইরাব উদহারণ:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

جملة اسمية . إني: مبتدأ. جاعِلٌ: خبر "إن" مرفوع. في الأَرْضِ: جار و مجرور متعلق ب"جاعِلٌ". خَلِيفَةً: مفعول به لاسم الفاعل "جاعل".

If ism faail is from intransitive verb then it takes outside faail.

2:69 إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا

2:283 وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

4:75 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

নিচের আয়াতগুলোতে যেসব **اسم فاعل** গুলো **فعل** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা সার্কেল করুন এবং যদি কোনো **مفعول به** থাকে তাও সনাক্ত করুন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ৪:১৪২ নিঃসন্দেহ মুনাফিকরা চায় আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিতে, কিন্তু তিনিই তাদের ফাঁকি প্রতিদানকারী।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ৩:১৩৪ যারা খরচ করে সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায়, আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী, আর যারা লোকজনের প্রতি ক্ষমাশীল।

Who spend [in the cause of Allah] during ease and hardship and who restrain anger and who pardon the people - and Allah loves the doers of good;

কুরআনীয় পর্যবেক্ষণ

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ ৪৩:৭৯ অথবা তারা কি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে? কিন্ত বাস্তবে আমরাই সিদ্ধান্তকারী।

Have they tied up their rope when it comes to the decision (of disbelieving)? Then we have tied up our rope also (to send them to the Hellfire)

أَبْرَمُوا হলো **فعل ماض** অতএব এটি অস্থায়ী। **مُبْرِمُونَ** হলো একটি **اسم فاعل** ফলে এটি স্থায়ী। এই ধারণা'র উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে যদিও অবিশ্বাসীরা এই দুনিয়া'য় নিশ্চিত যে তারা তাদের অবিশ্বাসের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে, কিন্ত আল্লাহ্‌ জানেন আসলে তারা কি করবে। বিচারের দিনে তারা মনে করবে আমরা যদি মুসলিম হতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা পরিবর্তন করা হবে না।

ইসম ফাইল যখন ফি'ল এর মতো কাজ করে এবং এর মাফউল বিহি যখন ইদফা ফর্মে থাকে তখন তিনটি বিষয় ঘটতে পারে:

১) অতীত কাল **الماضي** হিসেবে কাজ করে যেমন: ৩৫:১

الْحَمْدُ لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ৩৫:১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র -- মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা, ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টিকর্তা বাণীবাহকরূপে --

২) বর্তমান/ভবিষত কাল হিসেবে কাজ করে **الحَالُ وَالاِسْتِقْبَالُ**

ক) বর্তমান কাল

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ২১:৩৫ প্রত্যেক সত্ত্বাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে।

খ) ভবিষত কাল

إِنَّ اللَّـهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ৪:১৪০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মুনাফিকদের ও অবিশ্বাসীদের সম্মিলিতভাবে একত্রিত করতে যাচ্ছেন জাহান্নামে, --

৩) ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে **اِسْتِمْرَارٌ** যেমন:

إِنَّ اللَّـهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ৬:৯৫ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ -- তিনি শস্যবীজ ও আটিঁর অংকুরোদগমকারী।